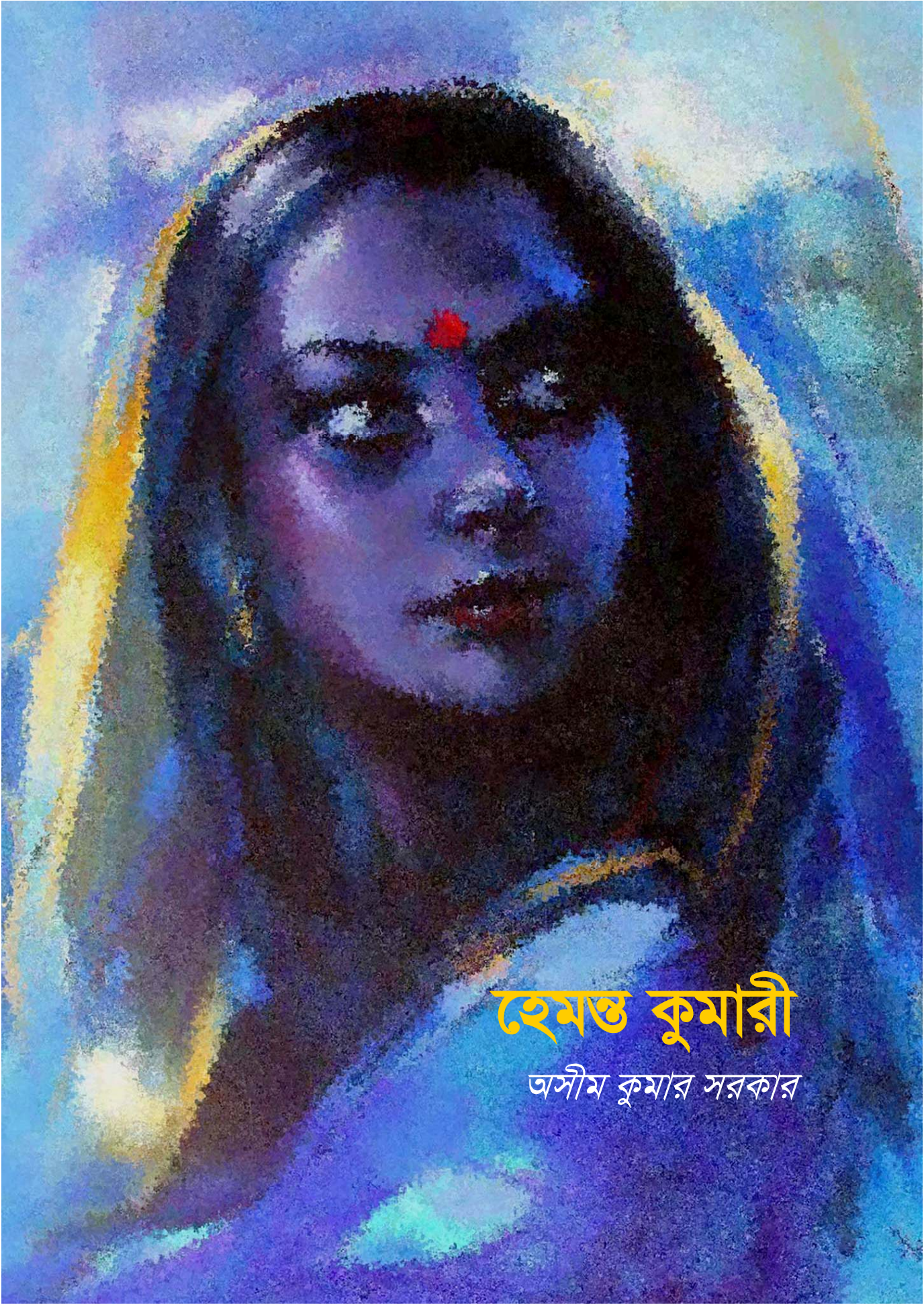

হেমন্ত কুমারী
অসীম কুমার সরকার

হেমন্ত কুমারী



অসীম কুমার সরকার
জন্মঃ ২০ নভেম্বর, ১৯৭৪
তানোর, রাজশাহী
মুঠোফোনঃ ০১৭৪০- ৯৮৯৯৪৯
ইমেইলঃ ashimkumersarker@gmail.com

প্রকাশক
বাংলার ই-বই
www.banglar-eboi.com

উৎসর্গ

আমার নয়নের দুই মণি

অদ্রিতা

ও

অদিতি



হেমন্ত কুমারী
কবিতার ইবুক

গ্রন্থস্বত্ব
রমা ঘোষ

ই-বুক প্রকাশকাল
নভেম্বর, ২০১৩
অগ্রহায়ণ, ১৪২০

প্রচ্ছদ
আজম মাহমুদ

ই-বুক নির্মাণ ও
সার্বিক যোগাযোগ
সৈয়দ রায়হান বিন ওয়ালী
ই-মেইলঃ rayhan_66@hotmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৮১৭৬১৭৭৬৪
ও
আজম মাহমুদ
ই-মেইলঃ ajombd@gmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৭১৫৫৫১৮১৬

বাংলার ই-বই
ঢাকা, বাংলাদেশ
www.banglar-eboi.com

ক্রম

প্রেমের বিরত্বেই এখনও বেঁচে আছি	৬	৩২	চারবর্ণ শব্দগুচ্ছ
উপমা	৭	৩৩	তুমি বীজ না বুনলে
একনদী দুঃখ জল	৮	৩৪	কাঁটাতারের এপার থেকে
হেমন্ত কুমারী	৯	৩৫	দেহকাব্য
কাঠের মানুষ	১১	৩৬	ব্যবধান
জীবনযুদ্ধ	১২	৩৭	হাওয়ার বেলুন
স্মৃতিজ্বর	১৩	৩৮	অন্ধকারের কান্না
ঈশ্বরই সব দেখবেন	১৪	৩৯	নদী
হেমন্তের ফসল	১৫	৪০	দূরত্ব
ঈশ্বর দর্শন	১৬	৪১	সোনাজল
জননীর কাছে ক্ষমা আবেদন	১৭	৪২	দুঃখনদী
অপেক্ষা	১৯	৪৩	জননী আমার
শুধু তোমারই সৃজনে	২০	৪৪	আগুনেই হয় খাঁটি
পূর্ণিমা চাঁদ	২১	৪৫	বাঁশি
উৎসভূমিতে তোমার বিচরণ	২২	৪৬	সুন্দরের পূজারী
অন্য ছবি	২৩	৪৭	শূণ্যের হাট
স্পর্শ	২৪	৪৮	মৃত্যু বাতাস
আজ কবিতা পাঠ হবে	২৫	৪৯	চোখে তার হেমন্তের হাসি
আজ আমি প্রস্তুত	২৬	৫০	বিবর্তনের হাওয়া
সুখী হও মেকাপি নারী	২৭	৫১	এক অষ্টাদশী সুন্দরী
বিশ্বাসের আঁচলে প্রার্থনা	২৮	৫২	বিলকুমারী মা আমার
কত অসুখের সুখ তুমি	২৯	৫৩	বৃক্ষসন্তান
যাতনার বিষেই অমৃত খুঁজি	৩০	৫৪	বহুরূপী তমাল বন্ধু
বিবর্তন	৩১	৫৫	প্রেমকাব্য

প্রেমের বিরত্বেই এখনও বেঁচে আছি

তোমার আঁচলে বুক পেতে
ছিল প্রতীক্ষার দু'টি চোখ
দীর্ঘ, দীর্ঘশ্বাস -
শুঁকে নিয়েছিল শামুক
ঢাকা দু'খাপের
মধ্যে বন্দি ঘ্রাণ।

জল আনতে সেই যে গেলে
আর এলে না।
এখন গোধুলী
একটু পর সন্ধ্যা,
বেদনার বিষ সর্বাঙ্গ
দংশন করে তোমার যাতনা।

চুপিসারে পালানোর মধ্যে
বীরত্ব নেই নারী,
এখন ভালবাসার অগ্নিজল পান করে
আমি মেঘনাদ।

দেবতার কৃপায় বাঁচি না আমি,
প্রেমের বীরত্বেই এখনও বেঁচে আছি।

উপমা

শীতের সকালে ধূমায়িত গরম চা
তোমার ঠোঁট। প্রথম চুমুকে
কী তৃপ্তি, কী প্রশান্তি !

আর খবরের কাগজ হলো
তোমার দেহ। আপাদ- মস্তক
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়া।

একনদী দুঃখ জল

আমি তো পাল্টে যাচ্ছি
অনুকরণের আয়নায়,
হাওয়ায় ভেসে থাকা
চিন্তাহীন, রাজ্যহীন সম্রাট।

আবদ্ধ পরিধি সীমানা
ছাড়িয়ে চলি।
বন্ধ স্বাধীনতার গণতন্ত্র,
অথচ মনেতে বেড়ি কে দিতে পারে!

ঠাঁস দিয়ে রাঙানি চোখ
পাহারায় শাসন দেয়াল।
অথচ- ইচ্ছের ঘুড়িকে উড়ায়
দুঃখের আকাশে,
জ্বলে জ্বলে পুড়ে পুড়ে
জিইয়ে রাখি প্রত্যাশার স্বপ্ন
একনদী দুঃখ জলে।

হেমন্ত কুমারী

মনে পড়ে যায়
ডায়েরীর পাতায় পাতায়
দূরন্তপনা হোষ্টেলজীবন
রাতভর হৈ চৈ
জেগে জেগে পূজোমন্ডপ
পাহারা দেওয়া।
ঝুলন্ত বাদুড়ের মতো
নিশিরাতে মহিলা হোষ্টেলে
জামা, সালোয়ার, ব্রার ফাঁকে ফাঁকে
নিশ্চল চেয়ে থাকা।

ইশারায় দেয় হাতছানি
মধ্যরাতে
এপাশে হেমন্ত কুমারী ছাত্রাবাস
ওপারে মহিলা হোষ্টেল।
হালকা আলোয় চেনা যায় না কাউকে
শুধু ইঙ্গিতে হয় ভাববিনিময়।

আহারে বটতলা!
সাতসকালে সদ্যস্নাত কুমারী
বসে বসে কাটিয়ে দেয় ভরদুপুর অবধি
নব্যপ্রেমিকের মুখোমুখি বসে
কি যে সব গল্প করে
এতো সময়!
আমরা ক্যামেরার মত চেয়ে থাকি অবিকল
আর ভাবি...
তবু চলে গল্পের পসরা
কখনও মুচকি হাসি

কখনও শব্দ করে
কখনও কেউ কেউ মান অভিমানে
নিরবে অশ্রু ঝরায়!
এপাশে হেমন্ত কুমারী ছাত্রাবাস
ওপারে মহিলা হোস্টেল।

খোলা বাথরুমে স্নান
আর মন খুলে গান গাওয়া
জোরে চিৎকার, নাম ধরে ডাকা
বান্ধবীর হাতনাড়া, অভিবাদন,
অপরিচিত নারীর
চড়ের ইশারা কিংবা কটুক্তি।
এপাশে হেমন্ত কুমারী ছাত্রাবাস
ওপারে মহিলা হোস্টেল।

দীর্ঘ সাত বছর পর
যখন চলে আসি
তখন আমাকে আঁকড়ে ধরে
সেই বটগাছ, খোলা বাথরুম
সেই ছয় নম্বর রুম
হেমন্ত কুমারীর সবুজ চত্বর।

শীতের কুয়াশা আঁকড়ে ধরে
স্মৃতির যুগলচরণ।

আর বুকের মধ্যে বহমান পদ্মার মতো
ভাসতে থাকে
ওপারে মহিলা হোস্টেল
এপারে হেমন্ত কুমারী ছাত্রাবাস।

কাঠের মানুষ

দুঃখকে জল দিয়ে
ধুয়ে রাখি ব্যর্থতার কপালে।
বিশ্বাসের চোয়াল ভেঙ্গে
স্বপ্ন দেখায় কাঠের মানুষ!

প্রযুক্তির মতোই বাড়ছে তথ্য
মনের মধ্যে বসতি অন্য মন।



জীবনযুদ্ধ

অনাহারি জীবনের শুকনো পাতায়
দগদগে ঘায়ের মতো দাবানল জ্বালায়,
সম্পর্কের নোনাচাবি বিশ্বাসের ছায়াতলে
ক্রমাগত ছুটছি জীবনযুদ্ধে...।



স্মৃতিজ্বর

ব্যথার স্মৃতিটা উঠলো জেগে
হাতমুড়িয়ে খাঁমচে ধরে
দু'হাতে,
শূন্যে
বহুদূরে...
কী স্বচ্ছ ছবিগুলো
জাগিয়ে তোলে দুঃস্বপ্নের মতো,
হতবাক,
স্তম্ভিত।

বন্ধচোখেও অর্নগল দৃশ্যপট
ভেসে আসছে এইমাত্র ঘটে যাওয়া
ঘটনার মতো অতি বাস্তব!
হাত ছোঁয়াতেই
চোখে মেলতেই
তুমি নেই -
স্মৃতিজ্বরে আক্রান্ত সমস্ত মনটা।

ঈশ্বরই সব দেখবেন

পূজো দেখবে দূর থেকে। নিষেধবাক্য জননীর। অছুত দেহে দেবীদর্শন করতে নেই। আনন্দের সাদা চোখে শব মন। আট বছর সংসারে পরমা আজ বড্ড ক্লান্ত- বন্যাপ্লাবিত বাংলাদেশ। মহালয়ে মহাপ্রয়াণ করেছেন আমার বাবার বড় দাদা। শোকালয়ে জ্বলছে পরিবার। আনন্দের ঢাকে কষ্টের শব্দ। মনের বনুনে দেবীদর্শন প্রার্থনা নিবেদন। আসছে দুঃখের ছায়ায় মায়ার বন্ধন। নতুন চোখ। নতুন প্রাণ। নতুন স্বপ্ন। নতুন স্বাদ। মহামায়া দূর্গতিনাশিনী তোমার আর্শীবাদই পূর্ণতা সার্থকর্তা। প্রার্থনায় অশ্রু তোমার চরণতলে। ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বর সব বোঝেন। সুতরাং ঈশ্বরই সব দেখবেন।

হেমন্তের ফসল

শীতের সকাল
অস্ফুট রোদ
টগবগিয়ে ঘোড়ার মতন
ছুটেন বাবা-

বাড়ী থেকে রাস্তায়
রাস্তা থেকে জমি
ধান ধান সমস্ত মাঠ।

দু'হাত ভরে
পূর্ণ করেন
সোনা রোদ
আর-

বাবার প্রত্যাশার চোখে
গোলা ভরে যায়
সোনাধানে ।

ঈশ্বর দর্শন

জননীর দুঃখ, অভিযোগ, শ্লেষবাক্য-
ভাই দ্যায়নি ঈশ্বর কপালে
পাঁচযুগ বিরহ বেদনা জলে
করেছি স্নান!

কন্যার চোখে অভিমান তারা।
ক্ষোভে- রাগ, আঁড়ি বাবার কাছে
‘আমার ভাই কই বাবা,
আজ যে ভাই ফোঁটা!

নিরুত্তর শব মন, শব দেহ।
অশ্রুজলে দেখেছি স্বপন-
আঁধারের আলোয়
ঈশ্বর দর্শন,
ফোঁটা দিয়ে যায়
হাওয়ার বাতাসে
চন্দনঘ্রাণ ঘরময়।

জননীর কাছে ক্ষমা আবেদন

ক্ষমা করো জননী।
অর্ন্তভুক অনাহারী মনে
মরমী আবেদন।

তুমি দিয়েছো বিশালতার আকাশ
খড়কুটো দিয়ে নিভৃতে জ্বেলেছো
ভালোবাসা পিদিম। উত্তাপ দিয়েছো
জননীর। আগলে রেখেছো
কনেকনে শীতে দারিদ্রের ছায়া
আর কষ্টের দীর্ঘশ্বাস!

তবু এ নির্বোধ বালকেরা তোমার
বিভ্রমে ভুলে গেছে
সংসার দৈন্যতায় সেবা, শুষূর্ষা
সেই শৈশব, কৈশোর ছেলেমানুষি
মায়ের কাছে বায়না, জুলুম,
জেদে অবারিত মুখোচুম্বণ।
খুব বড় হলে এমন লজ্জা হয়
বুঝি, মা। এখন কেন স্বপ্নে,
বাস্তবে স্বর্গচূত্য সন্তান আমরা,
তোমার সুষমা, স্নেহের রাজ্য থেকে!

আকাশ থেকে ঝরে তারা
রাজ্য থেকে বিচ্যুত রাজা
ঘর থেকে চলে যায় ঘরণী
আর তুমি জননী সর্বভুক
আত্মা। মান, অভিমান
খরা, বর্ষা, আনন্দ, বেদনা

ভাগাভাগির সংসার,
এতো কিছু দৈন্যতা, বিশৃঙ্খলা...
অতপরঃ তুমি জননী।
শুধু দশমাস গর্ভে নয় মা,
শতবছর আবদ্ধ রেখেছো
নির্বোধ, অবুঝ, অভিমানে যে বিচ্ছেদের
তালা দিয়েছিলো তোমার সঙ্গে
সেই অসন্তানকেও দিয়েছো মর্যাদা সন্তানের।

জননী ক্ষমা করো, ক্ষমা করো
ক্ষমা চায় সকল সন্তানের পক্ষ থেকে
ক্ষমা করে তুমি আবারও, বুঝিয়ে দাও
জননীর আর্শীবাদ, ক্ষমায় তুমি কতোটা অসীম,
জননী মন কী সুবিশাল সুনীল...

বৈশ্বিক তাপদাহে স্থানচুত্য
প্রযুক্তির সুখে বিহবল, আত্মহারা
সেইসব ছাগলমার্কা সন্তানদের
ক্ষমা করো জননী, ক্ষমা কারো
যারা প্রয়োজনে তোমার, অপ্রয়োজনে
অর্থ, সম্পত্তির।

অপেক্ষা

তিনটি শব্দবর্ণ
বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর
হলুদ মাখানো খাম।

তিনটি শব্দবর্ণ
বড় অস্বস্তিকর, বিরহ যন্ত্রনা
হাফহিতেষ মন।

তিনটি শব্দবর্ণ
অযাচিত কালক্ষেপণ
প্রত্যাশার চোখ।

তিনটি শব্দবর্ণ
ছুঁয়ে যায় ঠোঁট
ওয়েট, ওয়েট...



শুধু তোমারই সৃজনে

দৈন্যতা, দারিদ্রতার কাঙাল সে বড় ভালো ছিল। কিন্তু আমি ভালোবাসার কাঙাল। তাই চষে বেড়াই দিনরাত্রি আমার স্বস্তি, পরম তৃপ্তির কামনা- বাসনা শুধুই যে তুমি। ভালোবাসার জন্য মানুষ বুঝি এমন পাগল হয়! ঘোর উন্মাদ, এমন হিংস্র জেদী, অভিমানী চক্ষুসূল। জানি, তুমি একে বলবে বড্ড বাড়াবাড়ি, এতো জেদাজেদি ভালো নয়। কিন্তু বিশ্বাস করো প্রিয়তমা, তোমার অনুপস্থিতি, অবজ্ঞা- ঘাস ডিঙ্গিয়ে খাওয়া বড্ড অস্বিস্তির, বড্ড যাতনার। যেন আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে তুমি অট্টহাসিতে চলে যাচ্ছো অন্যবন্ধুর হাত ধরে অন্ধকার এক চোরাগুপ্তা রাস্তায়...। ভালোবাসার জন্য আমি পাগল। বিশ্বাসের জন্য আমি বেঁচে আছি। চোখে চোখে স্বপ্ন বুনি তা শুধু তোমারই সৃজনে!

পূর্ণিমা চাঁদ

কান পেতে আছি
বুক পেতে আছি
হৃদয়ে বিছিয়েছি
খোলা আকাশে।

এই পথে এসো
একটু বসো
বাড়িয়ে দাও হাত
করবন্দি করো,
আজকে আঁধার কেটে
উদয় হোক পূর্ণিমা চাঁদ।



উৎসভূমিতে তোমার বিচরণ

এখন কবিতা লেখতে বসলেই
উৎসভূমিতে তোমার বিচরণ,
জলজল করে দু'টি চোখ স্বপ্নকায়ায়
যেন হাতপাখার প্রশান্তির বাতাস তুমি।
সুখ্যাতির চাদরে মোড়া সুঘ্রাণ
ছড়াচ্ছো আর বিলিয়ে দিচ্ছো-
আমার শিরা- উপশিরায়।
অথচ সেই কবেই শামুকের মতো
গুটিয়েছো নিজেকে,
ঘরবন্দি তালা দিয়েছো
মেঠো উর্বর হৃদয়ে।

উৎসভূমিতে আজ জাগরণ বীজ
বপনের আগেই তুমি পতিতভূমি!

অন্য ছবি

তারপর...
অবশেষে দেখা হঠাৎ দেখার মতো।
কথাছিলো ব্যস্ততা কাটলে আবার ফিরবে
হাসিটুকু ঝরাবে রুটিন মাফিক,
আগবাড়িয়ে কথা বলবে ব্যস্ত
গৃহিনীর প্যাচালী সংসারের ফর্দের
মতো। অথচ দৈন্যতায় এতো কাঙাল
তোমার প্রতি, আজকাল প্রায়ই মনে হয়
একটা সুবিশাল প্লাটফর্মে তোমার বিচরণ।

কত নামডাক, কড়ানাড়া বন্ধুদের আনাগোনা
সেখানে আমি উচ্ছিষ্ট, স্তূপ আবর্জনা
তাই ইচ্ছে হলেও পাশ কাটিয়ে যাও
না দেখার ঢঙ্গে। এখন ভালোবাসায়ও
ফরমালিন। উপহার, উপঢোকন বেশি প্রিয়,
এখন মোহর দুর্লভ খুঁজে শুধু সম্ভোগ,
যেখানে প্রাচুর্য, ঐশ্বর্যের চমক
সেখানে তুমি অদৃশ্য এক নারী
ভেতরে এক বাহিরে কেন অন্য ছবি!

স্পর্শ

ব্যস্ততার জলস্রোত দু'হাতে সরিয়ে
দীর্ঘশ্বাস নিই খোলা আকাশে
স্মৃতির পাতা খুলে ওম নিই
তোমার গভীর স্পর্শের!

আজ কবিতা পাঠ হবে

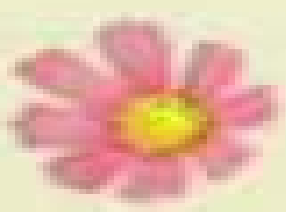
(উৎসর্গঃ কবি জাহান আলীকে)

আজ কবিতাপাঠের আসরে
লাগামহীন সময়টাকে টেনে ধরো না,
স্মৃতিগুলোকে মায়ার ঝিকায় বন্দি রেখো
কুমারীবিলে গোধুলীস্নান সেরে
পবিত্র আত্মায় হবে কবিতাপাঠ।
আজ কোন পিছুটান নয়,
তর্কে গোছানো সংসার পাঁচালী
পাঠ নয়; আজ বিশ্বাসের প্রতি
হাত রেখে অতি পরম যত্নে
ভেসে যাবো আমরা বিলের মোহনায়।
ভেসে যাবো আদি দিগন্তে
পাকাধানের সুঘ্রাণ নিয়ে
কৃষকের হাসিমাখা ঠোঁটে।

আজ কবিতা পাঠ হবে
জীবনের সব পিছুটান পাঠের
জলাঞ্জলি দিয়ে। খোলা আকাশ
সুনীল শাদা শাদা মেঘ,
কবিতার উচ্চারণে প্রতিধ্বনিত শব্দাবলি
উড়ে যাবে এক নিঃসীম বলাকার চোখে
বিবেকের বর্জিত ময়লাগুলো ঝেড়ে
আমরাও পাখি হবো
উড়বো কবিতার শব্দ নিয়ে ঠোঁটে।

আজ আমি প্রস্তুত

প্রথাগত সব তথ্য ভুলে
নতজানু নিবেদন
উত্তরপত্রে কি লিখন চাও?
প্রস্তুত রেখেছি মৌনতাকে
সংযম রেখেছি বোধকে
সংযত রেখেছি লোভকে।
তুমি যে নৃত্যই দেখাও
তুমি যে ছলা- কলা দেখাও
আজ আমি প্রস্তুত
তোমার পরীক্ষার জন্য।



সুখী হও মেকাপি নারী

নাটকের শেষ প্রান্তেও তুমি জয়ী
কারণ অভিনয়টা তোমার জন্মগত,
আর সেই নাটকের শেষ অবধি
টেনে- হেঁচড়ে চলছি আমি সাধারণ দর্শক।
জানতাম কি অভিনয়ে তুমি এতো ছিলে পটু
রাত্রি- দিনের ফাঁরাকটুকু মিলিয়ে দিলে
যাদুর মতো। বর্ণচোরা রঙগুলো সব
ঠুকরে খাই, চাতুরির নির্ভরতাকে।

সত্য বলছি, অভিনেত্রীর সুচারু রূপ
তোমাকেই আগলে রাখে,
পালিশ করা মনটাকে কি হবে বলো
টোকা মেরে? অভিনয় যার মুখ্য অস্ত্র
অভিনয় ছাড়া কি মানায় তাকে ?

সুখী হও মেকাপি নারী
বাস্তবতায় কিবা আসে
জৌলুসে ছড়িয়ে দাও
মন্ত্রমুগ্ধ অভিনয়ে।

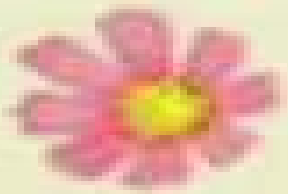
বিশ্বাসের আঁচলে প্রার্থনা

মৃতপ্রায় আত্মা জেগে উঠে কফিনে
পেরেক মারার সময়।

শবদেহ আর উৎফুল্ল মন
খেলা করে বিরহ- মিলন।

সবিশেষ সবিনয় প্রার্থনা
দু'চোখে দু'জনার,
জলস্রোতে দু'টি শব্দবর্ণ
ম্যাজিক ফুল হয়ে
উচ্চারিত হয়- সরি।

অন্ধকারে ধূপছায়া কুয়াশা
মিলনের সূর্য জেগে উঠে
অনুরাগের ছোঁয়ায়...।



কত অসুখের সুখ তুমি

সময় হাত বদল হয়ে যাচ্ছে কোথায়
তুমি না রোদ্দুর, কে বেশি দ্যুতি ছড়াই!
তুলেছি দু'আঙ্গুলে অবসরটুকু
বুকপকেটে।
বিভ্রান্তি নেই, শূণ্য হাওয়ায়
তবু বিভ্রম জাগে।

বৃথায় সমুদ্রে নুড়ি কুড়াই
রঙ্গশালায় কত অসুখের সুখ তুমি,
পোষ্টারে পোষ্টারে জনস্রোত
নন্দিত মুখখানি যুবকের প্রচ্ছদবুক।

লেখেছি যে নাম হেমন্তের আকাশে
কখনও সে চোখের কাজল,
কখনও সে অশ্রুজল।

যাতনার বিষেই অমৃত খুঁজি

তুমি ঠিক কাজই করেছো,
পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে
মুড়িয়ে চলে গেছো গভীর অরণ্যে।
বন্ধন, বন্দি থাকা সেকেলে
কালচার। তুমি আধুনিক
পরমা, জৌলুস লাবণ্যে
উত্তপ্ত অগ্নি।
পরাজয় তোমাকে মানায় না,
খাঁচা যত সুন্দরই হোক
বন্দিজীবন কেউ কাম্য করে না।
শূণ্যতা, রিক্ততা, নিঃস্বতা
কী দাম বলো
নগ্ন প্রযুক্তির আনন্দ উৎসব
যেখানে বেশি আবেদনযোগ্য !

সুন্দরী ললনার পিছু ফিরতে
হয় না। রেশম লাইনের মতো
দাঁড়িয়ে থাকে আয়না পুরুষ।
নির্বিঘ্নে চলে যাও চ্যাট সুন্দরী
দুর্বার কদম তুলে
অভিসারের রাজপথে...

আমি-
যাতনার বিষেই অমৃত খুঁজি।

বিবর্তন

স্বরবিদ্ধ দুঃখগুলো
যমুনায় ভাসে-
আক্ষরিক বিশ্বাসগুলো
উঠে গেছে শিকায়।

আত্মা খুঁজে পরমআত্মা
নিকট আত্মীয় পর
বিবর্তনের রূপে
ভাঙ্গছে গড়ছে
বিশ্বসংসার।

চারবর্ণ শব্দগুচ্ছ

আস্তে আস্তে ছোট্ট হয়ে আসছে পৃথিবী
তোমার অঙ্গ- রাজ্য। হিংসার মুকুট
তোমাকে মানায় না। যে রাজ্যে
তুমিই সব। সে রাজ্যে অন্য রাণী
কাম্য নয়। যুগ পাল্টাচ্ছে। তুমিও
পাল্টে যাচ্ছো সময়নারী।

ব্যস্ত জীবনের ঘোর ভেঙ্গে
যেটুকু আনন্দ উচ্ছ্বাস
যার জন্য প্রতিটি মুহূর্ত
আমার কাছে দুপুরের জল খাবার।

তোমাকে মানায় না অন্ধকারের ওপারে
অন্ধকারে। বিশ্বাসের নিরাঞ্জন চরণে
স্বপ্নআলোটুকু দিও না মুড়িয়ে।

আদিখ্যেতায় ভিক্ষে চাইনে
কাঙালের ভালবাসা।
তোমাকে যা দিয়েছি চারবর্গ কিলোমিটার জুড়ে
চারবর্ণ শব্দগুচ্ছ। তা শুধুই তোমার।

তুমি বীজ না বুনলে

ওথেলোর বাতিক আমার নেই।
আর তোমার সঙ্গে ডেসডেমোনার তুলনাও করি না।
তুমি আমার কাছে ভ্রমর। গোবিন্দলালের মত
অকৃতজ্ঞ আমি নই। তোমার গুণেই আমি মুগ্ধ।
রূপ তো অনেকেরই থাকে। প্রযুক্তির পৃথিবীতে
দেহের প্রদর্শন, ভোগের কদর বেশী।
এখন দেহের জন্য ছুটে দেহ।
মনের জন্য মন ছুটে না।

তবু অগোচ্ছিত অগোচ্ছালো শব্দগুচ্ছের
বেদীতেই নিবেদন করি
তোমাকে ছাড়া আমি ভালো নেই।
তোমাকে খুব মিস করি। তোমাকে মিস
করলেই আমার গোচ্ছালো সংসার
অগোচ্ছালো হয়ে যায়। ভালোবাসায়
বিচ্ছেদ বেদনায় কাঁদে শীতের বিকেল।

আমি তোমার এঁটেলমাটি, পলিমাটি, দোঁয়াশমাটি।
তুমি বীজ না বুনলে কি করে আমি উর্বর হই বলো।

কাঁটাতারের এপার থেকে

আসলে নকল মোহর নিয়ে
খেলেছি এতকাল। বুঝিনি
তুমি কীসে খুশী
রাজা, রাজত্ব না
অভিনয়, শিল্পকলায়।

আকাশের ওপারে আকাশ
ছুঁয়ে দেখো পরবাসনারী
বন্ধুত্বের চোয়াল ছিঁড়ে
নিরবকান্না, রক্তপাত।

প্রতিটি দুঃখ শব্দ একটি কবিতা
প্রতিটি বিরহ দুঃখের বাতায়ন।

দুঃখের আদলেই তোমার সুখ
স্পর্শ খুঁজে ফিরি কাঁটাতারের
এপার থেকে।

দেহকাব্য

উনুনের আগুন চোখে কামের তাবিজ
হেঁয়ালী দেহ খুললে কস্তুরী ঘ্রাণ।
অরণ্যে ঝুলে আছে
মাংসল আপেল।

দেহকাব্য পাঠে সরস ঠোঁট
প্রেমলীলায় মান- অভিমানের কচড়া,
কৃষ্ণের বাঁশীতে এখন ছুটে আসে না
কলির রাধা।

ব্যবধান

একদিন তুমি ছিলে, মীরা
নীলসাগরের
নীল জোসনা।
আমার উৎস-
প্রেরণা।

বলেছিলে- 'আগে মানুষ হও'
তারপরে বিয়ে।



হাওয়ার বেলুন

বত্রিশ না ছত্রিশ?
মুচকি হেসে বলে
চল্লিশ।
চোখ দিয়ে কি বুঝা যায়
হাত দিয়েই কি পরিমাপ সম্ভব?
হাওয়ার বেলুন!

অন্ধকারের কান্না

অন্ধকারে মেঘকান্না
শুনি। তখন গভীর রাত।
ক্লান্তরাত্রির চোখজুড়ানো
ঘুম। তুমি কাঁদছো
নদী কাঁদছে, কাঁদছে রাত।
প্রত্যাশার বুকজলে
কাঁদছে মাছ,
মরা গাঙ কাঁদছে
কুলবর্তী নারী কাঁদছে
ফলবর্তী মা কাঁদছে
সন্তানের জন্য।

আমি নির্বিকার শিশুর
মত ঘুমে আছন্ন
শীতের রাত।

অন্ধকারে নিশ্চল, নিরব
কান্না শুনি
কাঁদতে কাঁদতে নারী হয় রাত
আর রাত হয়ে যায় নারী।

নদী

রাতে ভিজি,
সাঁতরাই
এক্কাদুক্কা খেলি।

টোকা মারি
চুরি করি
গোপন দরজায়।

দূরত্ব

আজ টেকনাফে তুমি
আর তেতুলিয়ায় আমি
আর কী কখনও
হবে না দেখা
মায়াবতী!



সোনাজল

দেখা- অদেখায় কেটে গেল দশ বছর। মান- অভিমানের প্রত্যয়ে সেই যে বিচ্ছেদ, আড়ি দিলাম আঙ্গুলে আঙ্গুলে। জোছনা রাতের বারান্দায় শঙ্কশরীর খুলে দেখা। নগ্নতায় কী ভীষণ লাজুক তুমি! বুকের সিঁড়ি বেয়ে সারিবদ্ধ পিপিলীকার মত উঠে গেছি ঘন অরণ্যে। নির্ঝর ঝর্ণার সরোবরে খেলেছি সুখের খেলা। মাতাল নারীর উর্বশী বিধস্ত চন্ডিরূপ সেদিনই প্রথম দেখেছিলাম। লজ্জায় যেখানে নারী ম্লান সেখানেই রণনেত্রী বিদ্রোহী। সুখ যমুনায় ভেসে ভেসে ফিরে আসি জাগতিক কিনারে। রাতের জোনাকী হয়ে জ্বলে জ্বলে দৈহিক সৌরমন্ডলে ঘুরেছি কয়েকশো বছর। বুকের মাঝে শুভ্র মোমবাতি আলো। সে আলোয় আলোময় এক সূর্যনারী। যমুনার ওষ্ঠে ভেসে গেছি কূল- কিনারাহীন তরীর মতো। প্যাকের মধ্যে প্যাক। ঘুর্ণির কালবৈশাখী ঝড়। তুমি উড়ছো। আমি উড়ছি। ভালবাসার খনি বেয়ে আমরা তুলছি সোনাজল।

দুঃখনদী

দুঃখনদীর কাছে কাঁদি
রাত হলে দুঃখ ছেড়ে
দীর্ঘশ্বাস ফেলি-
ঘুমায় শান্তি কাঁথাতে
বুকের ওপর একটি সুকোমল হাত তুলে।

দুঃখ বোতাম খুলে
বুকে তুলে নিই
স্বস্তির ঠান্ডা বাতাস
বুকপকেটে জমা রাখি
কন্যার দীর্ঘশ্বাস।

দুঃখনদী, দুঃখসমুদ্র
তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে
ফিরে আসি দুঃখজলে।

দুঃখগুলো সুখের পায়রা
সুখের ওম
তাই দুঃখনদীতে আত্মা ধুয়ে
হই দুঃখবতী কন্যা।

জননী আমার

রাত হলে ভালবাসা কাঁদে
জলপাই রঙ শিশির বিছানায়,
আঁতুরগন্ধ বুক পাজরে
কন্যা।

আহ! কতদিন পর...
ভালবাসার কাছে ভালবাসার পরাজয়।

সুখের ঘুড়ি উড়ে দুঃখের সুনীলে
কাঁচা দেহের মোলায়েম ছোঁয়া,
এই তো জননীচোখ, স্পর্শ, আকুলতা!

ঘরে ফিরি হাতে নিয়ে রাত
উসকো খুসকো ক্লান্ত শরীর আমার।
হঠাৎ দু'টি হাতের আলিঙ্গন,
মুখোচুম্বন, বজ্রপাত।

অবশেষে জননী আত্মকন্ঠস্বর-
'বাবা, সোনা বাবা...আমার'।

আগুনেই হয় খাঁটি

তুমি একটু দিলে
আমি একটু দিলাম
পূর্ণতা পেল নদী
মিলিত হলো সাগরে।

কী স্বাবলিল উক্তি তোমার।

একটার পর একটা
খুলে গেল দ্বার।
তুমি ভিজছো
আমি ভিজছি
তারাভরা রাত
মৌচাক ঠোঁটে
ঢেলে দিলে সুরা
আমি তখন বড্ড মাতাল
জ্ঞান কান্ডহীন আদিমতায়।
তারপর-
রাজহংসের পাখনায়
সুখের আদলে ছেড়ে ফেলা জলরাশি।

আহা! কী প্রশান্তি দেবযানি।
আগুনেই পুড়ে শরীর। আগুনেই হয় খাঁটি।

বাঁশি

হারিয়েছি বাঁশি অবেলায়
সুরের টানে ঘর ছেড়ে
বেরিয়েছি বাঁশি খুঁজতে।

বাঁশি ছাড়া আমি রাধিকার
মতো দিবানিশি কাঁদি
বাঁশি আমায় টানে
আত্মার শুদ্ধিস্বর
আড় পেতে থাকে।

বাঁশি শুনতে শুনতে একদিন
বাঁশি হয়ে যেতে বড় ইচ্ছে করে।

বাঁশি শুনে চৈতন্য ফিরে আসে
বাঁশির সপ্তসুরে ব্যপ্তি হয়
ইহকাল- পরকাল।

বাঁশির শুনে, ঘর- সংসারছিন্ন
সন্যাসী মন।
বাঁশি শুনে ছুটে চলি,
অদৃশ্য বাঁশি বাঁজে মরমে মরমে
আমার।
বাঁশি শুনতে শুনতে
হারিয়ে যাবো মথুরায়...।

সুন্দরের পূজারী

খোঁজ করতে করতে হাফিয়ে গেছি
ম্যারাথন দৌড়েরও অধিক ফলিয়েছি
কম্পন। সর্বাঙ্গ শরীর এখন বিষে মাখা।
কী বিষের যাতনায় আজও
কয়েক শতো, কোটি চুম্বন করি চলি
তবুও এক তিলও বিষ নিংড়ানো যায় না।
ওই চাতকি চোখ ভেবে ভেবে একদিন
ফতুর কবি হয়েছিলাম। রাতভর লিখেছিলাম
কতো অলিখিত কবিতা, গান। নিদ্রাহীন চোখ
উঠে গিয়েছিলো চৌরাস্তায় তোমাকে খুঁজতে।
সমিল চেহেরার কথা ভেবে কতো ভাবেই না
এঁকেছি শিশুর হেঁয়ালি মনে। না মিলেনি।
সরাসরি দেখার পরে কয়েকবার হাঁফর ফেলে
সোজা চলে গেছি আনন্দলোকে।
মঙ্গল আলোয় পূজা করেছি মর্মবেদীতে
কী সুন্দর তুমি, কী সুন্দর তুমি !

আমি যে সুন্দরের পূজারী।

শূণ্যের হাট

পানিতোয়া চোখে চেয়ে আছে
শূণ্য পদ্মপাতা...
শূণ্যের হাটে বসে নলিনীকাকা।
আহারে পানিতোয়া !
এখনও লেগে আছে শৈশব জিহ্বায়।
চালাঘর নেই আজ
প্রত্নিদর্শন শূণ্যের হাট।
ঐতিহ্যে উড়ে গেছে ধূলিকণা, বিবর্ণ বাতাস।
সভ্যতার লাগামে মরে গেছে
জৌলুসহীন খাঁটি ভালোবাসা।

রাতজাগা পাখি চোখে
ধীবরের হাহাকার...
বেদনার বাতাসে উড়ে শূণ্যের হাট।

মৃত্যু বাতাস

আজকাল প্রায়শই
হিম হয়ে মৃত্যু আসে।

বাতাসের মতো ঢুকে যায়
নিঃশ্বাস- প্রশ্বাসে,
চিন্তা- চেতনায়।

আমার নামে মরে
যে মানুষ হঠাৎ করেই-
অন্যেরা ভুল ভাবে-
আমিই বুঝি মারা গেছি।

আমি প্রায়শ মৃত্যুবরণ করি স্বপ্নে,
আবার ফিরে আসি জাগরণে।
আমার মৃত্যু অশরীর ছায়া,
মাঝে মাঝে ঘুরে আসি
মানুষের কোলাহলে।
নির্জন গাছের ছায়ায়,
জিরিয়ে নেয় মৃত আত্মায়।

শোকাতুর কান্নার শিশির
ঝরে পড়ে নিষ্প্রাণ দেহে
ভোরের আলোয়...।

চোখে তার হেমন্তের হাসি

তোমার প্রতিটি সুখবাক্য আত্মার সুখনিবাস। ‘তুমি একটু দিলে, আমি একটু দিলাম। কথা হবে সাতটার পর।’ তোমার আমার সর্ম্পক বড় মিষ্টি- মধুর। চোখ ছুঁয়ে জল এসে পড়লো বোধের মন্দিরে। স্বপ্নচুরি করে স্বপ্নমন। ইচ্ছেকে ভাঙ্গি, গড়ি ছাপার হরফে। রণাঙ্গণী চোখ। বিধস্ত রূপ। ভেঙ্গে চুরে, দুমড়ে-মুচড়ে ধ্বংস নগরী। আসছে স্বপ্নিল ডানামেলে বনলতা সেন চোখে তার হেমন্তের হাসি।

বিবর্তনের হাওয়া

উড়তি বয়সের যুবতী সাজতে
তুমি বড় ব্যস্ত।
চল্লিশ কোঠায় থেকে নেমে
এসেছো পঁচিশের কোঠায়।
এরি মধ্যে কেটেছো ববকাট চুল।
শাড়ীর বদলে পরেছো আঁটোসাটো জিন্সপ্যান্ট, শার্ট।

কবিতার বয়স বাড়ে না
কবির বয়স বাড়ে না
তাহলে তোমার বয়স বাড়বে কেন?

আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে জ্যোৎস্না
ঠোঁট, চিবুক, চোখ সাজে আঁকা
যেন নতুন বাগানবাড়ি। চেয়ে থাকি
আর দেখি তুমি না অন্য নারী!

পাল্টাও বয়সের জ্বরে আক্রান্ত নারী
পাল্টে দাও ভেতর- বাহির।

বিবর্তনের হাওয়ায় ভেসে আসুক
সোঁদা মাটির ঘ্রাণ। পবিত্র দেহে
থাকুক পবিত্র মন।

বয়স কমলে ক্ষতি কি
দেখি না আবার, ফিরে দেখা
সেই তরতরে যৌবন আলো
ভরা হেমন্তের জ্বলেজ্বলে চাঁদ।
উঠুক জ্বেলে পুরাতন দেহে
নতুন স্বাদ। নতুন আস্বাদন।

এক অষ্টাদশী সুন্দরী

স্থিতি কমতে কমতে
বৃত্ত ছেড়ে এখন বিন্দুতে
অনুরাগের সঞ্চয়।

পরিসমাপ্তি যুদ্ধের পর
তুমি বড্ড কান্ত
এটাই স্বাভাবিক
অল্পতে যার মন ভরে না
প্রাপ্তি তো তার অসীম হবেই।

দারুচিনিতে কী সুঘন্ধি ছড়ায়
এলাচি মনটা খুলো ধরো।
বিতৃষ্ণা নিরামিশে,
শূণ্য পকেটে কী
সতেজ প্রেম জমে ওঠে!

দিগন্ত থেকে দিগন্ত বিস্তৃত
অদৃশ্য স্বপ্নভূমি।
অন্ধকার চাদরে
আচ্ছাদিত ভেতর মানুষ
ভালবাসায় যার ঘুম ভাঙ্গে না
টোকা দিলে কী হয় তদ্রাচ্ছন্ন!

খুব কম দেখিছি তোমায়
জীবিত ভেতরে,
বাহিরে দেখেছি-
অতিসুন্দর প্রাণচ্ছাস
হাস্যজ্জ্বল এক অষ্টাদশী সুন্দরী।

বিলকুমারী মা আমার

কতদিন পর নবান্ন উৎসব
তোমার সাথে আমার বিলকুমারী।
তোমার যোনীর সহবাসে
কাঁকড়ার মতো ডুকে থাকতে
ইচ্ছে হয় বারো মাস।

আমার মেয়ে অদিতি ও আমি
হেমন্তের এক বিকেলে নোঙর পেতেছিলাম
তোমার বুকে। অদিতির সে কী জেদ, অভিমান
না বাবা আমাকে তুমি নৌকায় চড়াও।
প্রমিজ করো বাবা। না হলে আমি খুব রাগ করবো।

এপার থেকে ওপার খেয়া পার হয়
দু'পারের মানুষ। সারি সারি তালগাছ
আবছা হয়ে আসে দূরের গ্রাম।
শঙ্খচিল, পানকৌড়ি চুপিং করে জলে
বসে আবার উড়ে যায় দূর আকাশে...
অদিতি বলে ওঠে
বাবা...বাবা... ছবি তোলো।
ক্যামেরার সার্টার টিপার আগ মুহূর্তেই
আমার বুকের ফ্রেমে বন্দি হয়
বিলকুমারীর চিরায়িত সৌন্দর্য।
বিমুগ্ধ আত্মা থেকে
উড়ে যায় শিশু মন
আমি গেঁথে চলি আশৈশব, কৈশোর, যৌবন।
লেটা মেরে বসি পড়ি
চৌচির ফেটে যাওয়া পলিমাটিতে
নাভি থেকে দীর্ঘশ্বাস ঘ্রাণ নিই
এই আমার মাতৃত্বের ঘ্রাণ
এ আমার জন্মে ঘ্রাণ।

বৃক্ষসন্তান

আমার পরম শান্তির
দীর্ঘশ্বাস, স্নেহের ওম
স্বস্তির স্পর্শ -
আলোর দ্রুতিতে আলোময়
একনারী।

সমস্ত দিন শেষে
ছুটে যায় প্রাণের টানে
বাঁধ ভাঙ্গা নদী
মা গর্ভে স্তন
মাতৃচুম্বন কাঁচাশরীর
মিলিয়ে মিলিয়ে যায়
দূর সীমানায়...
যেভাবে সুখের পাখনায়
উড়ে যায় পাখি।

মা আর সন্তান
হৃদয় ভূমির
বৃক্ষসন্তান।

বহুরূপী তমাল বন্ধু

ছুঁই না বলেই ঘৃণা হয়
না ঘৃণায় প্রেম হয় গভীর!
লজ্জায় থুতু বেরিয়ে আসে
বিষধর সর্পে অচমকা
দিয়েছি পা তুলে?

অলক্ষ্যে কাপুরুষ সাজ
সুকৌশল চরিত্রে লুকানো আসল রূপ!

কবিরা কষ্ট সহিষ্ণু প্রাণ,
যত ইচ্ছে গরল দাও।
যেখানে প্রতিদিন মৃত্যু হয়
আমার।
যেখানে মৃত্যুর চেয়ে ভয়ানক
বিরহ, বিচ্ছেদ, বেদনা।
সেখানে মরণই শ্রেয়।

বহুরূপী তমাল বন্ধু
সুখী হও অনাদিকাল
আমি চলে যাবো
দূর পরবাসে...।

প্রেমকাব্য

(১)
প্রেমে পড়লে চোখ সজল
ঠোঁট বেদনার রসে টসটসে দানা,
অনুভুতির স্পর্শতায় কী আকুলতা!
অপেক্ষা যেন পুলিকিত আনন্দবোধ
বলকে বলকে সেদ্ধ হওয়া শরীর।

(২)
কুমারী বিলের রূপালী নারী
কোথায় যাও
যৌবনের পাল তুলে?

খুব মনে পড়ে
শুভ্র পাঁপড়ির ঠোঁটে
হঠাৎ মুখোচুম্বন
অভিমানী তিরস্কার কন্ঠস্বর-
যাও দুষ্ট!

(৩)
অভিমানী নারী আর কামারের হাফর
দু'টোই এক;
আস্তে আস্তে ফেঁপে ওঠে
আগুন জ্বালায়!

(৪)
পকেট ভর্তি কথা জমে আছে
দুঃখিনী রুমালে,
যে চোখে সুষমা ছিলো
দরদী কন্ঠে ঝরতো আকুলতা
‘তোমাকে খুব মিস করি
বিশ্বাস করো, সোনা?’
সে কণ্ঠ এখন কেবলই কর্কশ
মলিনতার খাপ ছেড়ে দুর্বিসহ যন্ত্রণা,
কোকিল কন্ঠে কেন আজ কা কা ডাক ?

(৫)
চলে গেলে ফিরে আর আসবে না ?
ব্যকুলতায় শিশিরভেজা রাত,
তুমি নেই শূণ্যতার করুণ ছায়া
আমি যেন নির্বাসিত রাজা।